OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 695 - 702
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 695 - 702
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

লোকসংস্কৃতিতে সপ্তাহের বার ও লোকবিশ্বাস : সাহিত্য ও মানব সমাজে প্রভাব ও তাৎপর্য

চিরঞ্জিত মণ্ডল
গবেষক, বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় (অধীনস্থ)
পাশকুড়া বনমালী কলেজ
Email ID: mandalchiranjit06@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Folk Culture, Folk Beliefs, Days of the Week, Social Influence, Religious Rituals, Social Custom of Bengal, Cultural Heritage, Human Society.

Abstract
Folk culture is an important foundation of human society, shaping lifestyles, rituals, and beliefs. In Bengali as well as in broader Indian society, various folk beliefs and practices have developed around the different days of the week— Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. These beliefs deeply influence people's daily lives, social customs, religious rituals, and decision-making processes. The notions of performing auspicious or inauspicious activities on specific days, observing fasts, worshipping particular deities, or following certain rules and prohibitions before starting a journey are integral parts of folk culture, passed down from generation to generation.

This paper analyzes the origins of various beliefs, rituals, and customs associated with the days of the week in Bengali culture and examines their social and cultural significance. It also discusses how these beliefs contribute to shaping human psychology, strengthening social unity, and maintaining cultural continuity. Various studies have shown that folk beliefs related to the days of the week are not limited only to religious sentiments; rather, they also reflect the values, traditions, and philosophy of life within society.

Discussion

লোকসংস্কৃতি একটি জাতির সামগ্রিক জীবনচর্চা, বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা ও ঐতিহ্যের সমন্বিত রূপ। সমাজের সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন, ধর্মীয় আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক এবং নানাবিধ কুসংস্কার ও বিশ্বাসের মধ্য দিয়ে লোকসংস্কৃতির প্রকৃত রূপ প্রতিফলিত হয়। মানুষের দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞতা, পরিবেশগত বাস্তবতা এবং ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ভাবধারার ভিত্তিতে লোকবিশ্বাসের জন্ম হয়। এবং তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হতে থাকে। বাঙালি সমাজে সপ্তাহের সাতটি বার—রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার এবং শনিবার—কে ঘিরে বিভিন্ন ধরনের

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 695 - 702
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

লোকবিশ্বাস ও আচার প্রচলিত রয়েছে। কোন দিনে কী কাজ করা উচিত বা অনুচিত, কোন দেবতার পূজা করা হয়, কোন দিনে যাত্রা করা শুভ বা অশুভ—এসব বিষয় মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। লোকসমাজে প্রচলিত এই বিশ্বাসগুলো ধর্মীয় ভাবধারা, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং সামাজিক অভ্যাসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। বাংলা লোকসমাজে সময়, প্রকৃতি, দেবদেবী এবং জ্যোতিষীয় ধারণার সঙ্গে বিভিন্ন লোকবিশ্বাস জড়িয়ে রয়েছে। সপ্তাহের বিভিন্ন বারকে ঘিরে গড়ে ওঠা বিশ্বাসও এই লোকসংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। সপ্তাহের সাতটি দিনের ধারণা প্রাচীন সভ্যতার সময় থেকেই প্রচলিত। ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্রে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি— এই সাতটি গ্রহের ভিত্তিতে সপ্তাহের সাতটি দিনের নামকরণ করা হয়েছে। প্রতিটি দিনের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট দেবতা বা গ্রহের সম্পর্ক স্থাপন করা হয়েছে এবং সেই অনুযায়ী মানুষের জীবনযাত্রায় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস গড়ে উঠেছে। যেমন— রবিবার — সূর্য, এর অধিদেবতা হলো সূর্যদেবতা, সোমবার — চন্দ্র/ শিব, মঙ্গলবার — মঙ্গল/ হনুমান, বুধবার — বুধ/ কৃষ্ণ, বৃহস্পতিবার — বৃহস্পতি/ বিষ্ণু, শুক্রবার — শুক্র/ লক্ষ্মী, শনিবার — শনি/ শনি দেবতা। এই সাতটি বারের সমাহার কে বলা হয় সপ্তাহ। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় উইক (week)। 'ব্রহ্ম দেশে থেরাভাডা বৌদ্ধ মতে উইক অর্থাৎ সপ্তাহে আট দিন, প্রত্যেকটি দিনের আছে কোনো গ্রহ এবং কোনো টোটেম প্রাণী।[১]

এই গ্রহ ও দেবতাদের প্রভাব মানুষের ভাগ্য ও জীবনের উপর পড়ে বলে লোকবিশ্বাসে ধরা হয়। এই বার নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশ্বাস আত্মবিশ্বাস এবং কুসংস্কার কোনো অন্ত নেই। কেবল সাধারণ মানুষ নয় বিশ্বের অনেক জ্ঞানীগুণী বিশেষ বিশেষ মানুষের বিভিন্ন বার সম্পর্কে নানা রকম ধারণা সংস্কার বিশ্বাস ও কৌতূহল রয়েছে। 'ভারতকোষ' গ্রন্থে বার সম্পর্কে বলা হয়েছে—

> "যদিও বারের উৎপত্তি জ্যোতিষিক কোন ভিত্তি নাই, ইহা একটি মানুষ্যনির্মিত প্রথামাত্র, তথাপি ইহা পৃথিবীর জনগণের ধর্মীয় জীবনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। আমাদের দেশে আর্যভট্টাদি জ্যোতিষবিদগণও কল্প ও মহাযুগাদির স্থিতিকাল নির্ণয়ে বার চক্রের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।"[২]

বার নিয়ে মানুষের মনে নানা ধরনের সংস্কার ধারণার পেছনে ব্যক্তিগত, জাতিগত, ঐতিহ্যগত কিংবা ভৌগোলিক নানা রকমের কারণ লক্ষ্য করা যায়। যেমন— জন্ম বারে চুল কাটা, নখ কাটা নিষিদ্ধ। এমনকি জন্ম বারে বিবাহ নিষিদ্ধ। এই জন্মবার নিয়ে সারা বিশ্ব জুড়েই রয়েছে নানা রকম সংস্কার ও বিশ্বাস রয়েছে। বাঙালি মায়েদের যে সমস্ত বিধি নিষেধ বা সংস্কার পালন করতে হয় তা অত্যন্ত বিস্ময়কর ও কৌতুহল মূলক।

> "ছেলের জন্ম বারে মায়েদের নখ কাটতে নেই, সন্তানের জন্ম বারে মায়েরা কোন পোড়া জিনিস খেতে নেই, ছেলের জন্ম বারে নিম পাতা খাওয়া যাবে না, খেলে অশান্তি হয়। ছেলেমেয়ের জন্ম বারে ধান সেদ্ধ করতে নেই, সন্তানের জন্ম বারে উনুন তৈরি করতে নেই, উনুনে মাটি দিতে নেই।"[৩]

মানব সমাজে বার সংস্কার ও লোকবিশ্বাস

রবিবার— লোকবিশ্বাস অনুযায়ী রবিবার সূর্যদেবের দিন। এই দিনকে আদিত্য বারও বলা হয়। ইংরেজিতে সানডে বলে। রবিবারের অধিপতি হলেন সূর্য। জ্যোতিষশাস্ত্র অনুযায়ী রবিবারকে নিষ্ফলা দিন বলে ধরা হয়। এই দিনের বর্ণ হল লাল ও গোলাপি এবং চুনি ও পদ্মরাগ মনিকে শুভ রত্ন হিসেবে ধরা হয়। অনেক মানুষ এই দিনে সূর্যদেবকে অর্ঘ্য প্রদান করেন এবং সূর্যকে জীবনের শক্তি ও আলোর উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কিছু স্থানে রবিবার উপবাস পালন করার রীতিও দেখা যায়। এই দিন ভারতীয় হিন্দু সমাজে ভক্তরা ঘর দুয়ার পরিষ্কার করে স্নানের পর পরিচ্ছন্ন হয়ে শুদ্ধাচারে জবা কিংবা লাল রঙের কোন ফুল দিয়ে সূর্যদেবের পুজো করে। রবিবারের দিন সূর্যব্রত পালন করলে সমস্ত ইচ্ছা পূর্ণ হয় ও শরীর সুস্থ থাকে। কোন রকম চর্মরোগ থাকলে সূর্যদেবের কৃপায় সেটাও দূর হয়ে যায়। একটি লোক বিশ্বাস রয়েছে কার্তিক মাসের রবিবারে তেল ও কার্পাস দান এবং সূর্য পূজা করলে কুষ্ঠ রোগ দূর হয়। শিব পুরাণে তার উল্লেখ রয়েছে।

> "কার্তিক্যাদিত্যাবারেষু নৃণামাদিত্য পূজায়।
> তৈলকার্পাসদানাস্তু ভবেৎ কুষ্ঠাদিসংক্ষয়।।"[৪]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 695 - 702
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে রবিবারে বিভিন্ন ধরনের ব্রত পালন করা হয়। যেমন হিমাচল প্রদেশের একটি জনপ্রিয় উৎসব হল 'মিনজা উৎসব'। এই উৎসব পালন করা হয় শ্রাবণ মাসের দ্বিতীয় রবিবার, চলে সাতদিন ধরে। নদীর জলে ভুট্টার ফলন সমৃদ্ধি হবে এই আশাতে এই প্রদেশের নারী-পুরুষ সকলে মিলে রাভা নদীর তীরে সমবেত হয় এই উৎসব পালন করে। ত্রিপুরার অনেক অঞ্চলে পালিত হয় 'অষ্ট লোকপাল ব্রত'। অগ্রহায়ণ মাসে এক রবিবার থেকে পরের রবিবার পর্যন্ত আট দিন চলে এই ব্রত। মেদিনীপুর জেলা পৌষমাসের প্রথম রবিবার বিরিঞ্চি দেবতার মূর্তি গড়ে উৎসব পালন করা হয়। সেই মাসের চারটি রবিবার হয় এই ব্রতের চলে। এই ব্রতের একটি ছড়া হল—

"পৌষ মাসে পরথম যে রবিবার ভোরে
কড়ি দিয়ে কুঁচ দিয়ে মূর্তি তাহার গড়ে।
দুধ দিয়ে ফল দিয়ে ভোগ সাজাইয়া
এক মনে পূজা তারে আনন্দিত হইয়া।
চারি চারি রবিবারে পুজে শুদ্ধ মন
তার ছেলেপুলে সুখে করিবে ভরমন।
চারি বছর করিলে হবে বন্ধ্যা দূর
এক মনে পূজো সবে বিরিঞ্চি ঠাকুর।"[৫]

মালদহ জেলার আশ্বিন মাসে এই রবিবার-কে ধরে জিতাঅষ্টমী পালন করা হয়। এখানে মহিলারা নির্জলা উপবাস থাকে তারপরের দিন পুজো করে ভোগ গ্রহণ করে। পুত্রদের কল্যাণের জন্য এই ব্রত পালন করা হয়। রবিবার-কে ঘিরে রয়েছে অনেক লোকসংস্কার যেমন রবিবারে চুল কাটতে নেই। রবিবারে ধান বপন করতে নেই। রবিবারে কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ কেননা তাহলে কন্যা কুলতা হয়, এমনকি রবিবারে রমনেও বাধা। একটি ছড়ায় লক্ষ্য করা যায়—

"রবিবার অমাবস্যা সপ্তমী অষ্টমী।
প্রতিপদ পূর্ণিমায় না করিবে রমি।।
ইহাতে জন্মিলে শিশু হয় অনাচার।
যুবা কালে গরিব হইয়া ভরমে চারিধার।।"[৬]

সোমবার— সোমবার শিবের দিন হিসেবে পরিচিত। সোম শব্দের সংস্কৃত অর্থ হল চন্দ্র। এইবারের অধিদেবতা হল শিব। এইবারের শুভ বর্ণ হল সাদা এবং মুক্তাকে শুভ মণি ধরা হয়। ইংরেজিতে এই বারকে মানডে বলা হয়। খ্রিস্টান নিয়মে এই বারকে সপ্তাহের দ্বিতীয় দিন ধরা হয়। সোমবারে কুমারী মেয়েরা শিবের ব্রত করলে স্বামী ভাগ্য লাভ হয়। বাঁকুড়া জেলার রানীবাঁধ থানার তাংচাড়রো গ্রামের লোকদেবতা হল 'হাতিখেদার'।[৭] এই দেবতার পূজো কেবলমাত্র সোমবার করা হয়। বাংলাদেশের কোচবিহার জেলায় বৈশাখ মাসের প্রতি সোমবার দিন 'একুল ওকুল পূজা' পালনের নিয়ম আছে।[৮] ইহ জনমের ও পরজীবনের একই ব্যক্তিকে স্বামী রূপে পাবার কামনায় নারীরা এই ব্রত পালন করে। ঢাকার কিশোরগঞ্জে প্রত্যেক সোমবার 'সুমতিব্রত' পালন করা হয়।[৯] দক্ষিণ ভারতে লোকো সমাজে বিশ্বাস আছে শ্রাবণ মাসের সোমবার শুভ ও ফলদায়ক। এই দিন উপোস করলে জ্ঞান বুদ্ধি বিকশিত হয়। গুজরাটে সোমবারের দিন 'শংকর ব্রত বা শিবব্রত' পালন হয়।[১০] এই ব্রত শ্রাবণ মাসের চারটে সোমবার পালন হয়। উত্তরপ্রদেশের মেয়েরা সোমবারে সন্তান লাভের জন্য 'প্রদোষ ব্রত' পালন করে থাকেন।[১১] জ্যোতিষ শাস্ত্র অনুযায়ী সোমবার অনেকক্ষেত্রেই অশুভ বলে চিহ্নিত। যেমন— সোমবারে পূর্ব দিকে যাত্রা করতে নেই, সোমবারের সঙ্গে একাদশী তিথি যোগ হলে তা আরো ভয়াবহ হয়। সোমবার টাকা ধার দিতে নেই বা রান্নাঘরে নতুন হাঁড়ি কড়াই এর ব্যবহার সোমবার করা উচিত নয়। যদি কারো জন্মবার সোমবার হয় তাহলে সেই জাতক বিশ্বাস করে তার ধর্ম মতি হবে। ছড়ায় পাওয়া যায়—

"সোমবারে জন্ম
তার হয় ধম্ম।"[১২]

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 695 - 702
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

নগেন্দ্রনাথ বসু বিশ্বকোষে লিখেছিলেন—

"সোমবারে জন্ম হইলে কামী, স্ত্রী গনের প্রিয় দর্শন, কোমল বাক্য সম্পন্ন ও ভোগী হয়।"[১৩]

বাঙালি সমাজে সোমবার ক্ষৌরকর্মের জন্য কোন বিধি নিষেধ নেই। আবার বাংলাদেশের সংস্কার অনুযায়ী সোমবার যাত্রা করলে তার ফল শুভ হয়। খনার বাচনে আছে—

"সোম শুক্র মঙ্গলের ঊষা
তাতে না করো বিচারে দিশা।"[১৪]

মঙ্গলবার— বাংলা সমাজে মঙ্গলবার প্রধানত শক্তির দেবী ও মঙ্গলদেবতার সঙ্গে যুক্ত। এইবারে অতি দেবতা হলো হনুমান ও কার্তিক। এইবারের বর্ণ লাল এবং লাল প্রবালকে শুভ রত্ন ধরা হয়। চন্ডীমঙ্গলে মুকুন্দরাম বলেছেন—

"পুঁজিবে চন্ডিকা প্রতি মঙ্গলবারে
বিপদ সাগরে দুর্গা হবে কর্ণধারে।"[১৫]

অনেক স্থানে এই দিনে মঙ্গলচণ্ডী, কালী, মনসা কিংবা হনুমান-এর পূজা করা হয়। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী মঙ্গলবার দেবীর পূজা করলে রোগ-ব্যাধি, বিপদ-আপদ ও অশুভ শক্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। তাই অনেক পরিবারে মঙ্গলবার বিশেষ ব্রত বা উপবাস পালনের প্রচলন আছে। পানের সঙ্গে মঙ্গলবার এর একটি বিশেষ যোগ রয়েছে একটি ছড়ায় পাওয়া যায়—

"আষাঢ় মাসে গোয়ার জন্ম
মঙ্গলবারে পান
মানা ছিল সমুদ্দুরে
আনলো হনুমান।"[১৬]

গ্রামীণ বাংলায় বিশেষভাবে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রতি মঙ্গলবারে মহিলারা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত পালন করেন। এই ব্রতের সময় মহিলারা নির্দিষ্ট নিয়মে উপবাস থেকে দেবীর পূজা করেন এবং পরিবারের কল্যাণ কামনা করেন। অনেক জায়গায় দেবীর সামনে প্রদীপ জ্বালানো, ফুল ও ফল নিবেদন করা এবং ব্রতকথা পাঠ করার প্রথা রয়েছে। এই ব্রতকে নারীরা সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ বলে মনে করেন।

"হারালে পাই, মরলে জিওয়
খাড়ায় কাটে না।
আগুনে, জলে ফেলে দিলে
মরন ঘটে না।"[১৭]

লোকসংস্কারে মঙ্গলবারকে কখনও কখনও কিছু কাজের জন্য অশুভ বলেও ধরা হয়। যেমন অনেক গ্রামে এই দিনে নতুন কাজ শুরু করা, বাড়ি বদল করা বা দূরে যাত্রা শুরু করা এড়িয়ে চলার রীতি দেখা যায়। আবার অন্যদিকে দেবতার পূজা ও মানত করার জন্য এই দিনকে অত্যন্ত শুভ মনে করা হয়। ভারতের উত্তরাঞ্চলে বলা হয় মঙ্গলবার পূর্ব দিকে যাত্রা শুভ। মঙ্গলবার রাতে পেটে সন্তান এলে পুত্র হয় বলে অনেকে মনে করে। বাংলাদেশে লৌকিক জীবনে ঝাড়ফুঁক, মন্ত্রতন্ত্র শনিবার ও মঙ্গলবার অত্যন্তই উপযোগী। উত্তরবঙ্গে 'ছাচিকা দেবীর' পূজা হয় সারা বছর প্রতি মঙ্গলবারে। মুর্শিদাবাদ জেলা বহরমপুরে বার্ষিক 'বনকালীর পূজা' অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ মাসের শেষ মঙ্গলবার। এছাড়াও লালগোলায় বৈশাখের প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবারে 'যশাইকালীর' পূজা অনুষ্ঠিত হয়।[১৮]

সুতরাং বলা যায়, মঙ্গলবারের পূজা ও লোকসংস্কার বাংলা সমাজে ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক আচার ও লোকঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ দিককে তুলে ধরে। এটি শুধু ধর্মীয় আচরণ নয়, বরং মানুষের মানসিক নিরাপত্তা, পারিবারিক মঙ্গলকামনা এবং সামষ্টিক সংস্কৃতির প্রকাশ হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 695 - 702
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

বুধবার— বারের চতুর্থ দিন হচ্ছে বুধবার। ইংরেজিতে যাকে ওয়েসনেস ডে বলা হয়। বুধবারের দেবতা হল বুধ। উনি ব্যবসা ও বাণিজ্য দেবতা এবং তার বুদ্ধি প্রখর। বুধের অতি দেবতা হলেন কৃষ্ণ। এইবারের বর্ণ সবুজ, পান্নাকে শুভ ধাতু হিসেবে ধরা হয়। বুধবারে জন্ম হলে জাতক বুদ্ধিমান হয়। ছড়ায় আছে—

"জন্ম কি বুধবার?
বুদ্ধিটি ক্ষুরধার।"[১৯]

খ্রিস্টান সমাজে বুধবার দিন উপবাসের কথা আছে। প্রায় সারাবছর ধরে এই দিন মাছ মাংস ডিম তৈল জাতীয় পদার্থ একেবারেই নিষেধ। তারা মনে করেন বুধবারের দিন যিশুখ্রিস্টের বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তাই তারা বুধবারের দিন উপবাসের প্রথা পালন করে। এই বারকে সাধারণত শুভ দিন হিসেবে গণ্য করা হয়। অনেক ব্যবসায়ী এই দিনে নতুন ব্যবসা বা লেনদেন শুরু করতে পছন্দ করেন। ধন সম্পদের প্রাচুর্যে বুধবারকে শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। প্রবাদ আছে—

"কানায় ছাতা বুধের মাথায়
ক্ষেতের ফসল রাখবো কোথায়।"[২০]

আবার আমরা খনার বচন দেখতে পায়—

"মঙ্গলে ঊষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা।"[২১]

বৃহস্পতিবার— বৃহস্পতিবার হল গুরুর দিন। মালদা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, হুগলী জেলায় এইবারকে বিসুৎবার বলা হয়। মুসলিম সমাজে বৃহস্পতিবারকে বলে জুমারাত। ইংরেজিতে বলা হয় থার্সডে। এই দিনে বিশেষ করে গৃহস্থ পরিবারে উপবাস বা পূজার প্রচলন রয়েছে। ভারতের অনেক অঞ্চলে বৃহস্পতিবার দিন বৃক্ষ পূজা করা হয়। এইবারের অধি দেবতা হলেন বিষ্ণু। হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্রে ও পৌরাণিক বিশ্বাসে এইবারের বর্ণ হল হলুদ এবং মূল্যবান রত্ন হলো পোখরাজ। বৃহস্পতিবারকে বাঙালি মহিলারা লক্ষী বার হিসেবে মনে করেন। তাই তারা প্রতি বৃহস্পতিবার নিরামিষ খেয়ে এই দিনটিকে পালন করেন। লক্ষ্মী দেবীর পাঁচালীতে আছে—

"যে রমনী পূজা করে প্রতি গুরুবারে।
হইবে বিশুদ্ধ মনা লক্ষ্মী দেবীর বরে।।"[২২]

এইবারকে সাধারণভাবে শুভ বার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় আমাদের লোকাচার ও সংস্কৃতিতে। এইবারের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কমলা অর্থাৎ লক্ষ্মী যিনি ধন-দৌলত ও ঐশ্বর্যের অধিপতি। তাই বৃহস্পতিবারে বাড়ি থেকে টাকা বের করতে নেই আমাদের সংস্কৃতিতে। ঐদিন ধানচাল কেনাবেচাও নিষিদ্ধ এবং প্রতিমা বিসর্জনও হয়না। গ্রামে দিদিমাদের মুখে শোনা যায় বৃহস্পতিবার বারে ধান সেদ্ধ করতে নেই, কাপড় সেদ্ধ করা নিষিদ্ধ। এই বারে নখ কাটতে নেই, চুল কাটা বারণ, কাটলে দরিদ্র হয়।

খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে নানারকম সংস্কার রয়েছে এই বৃহস্পতিবারে। প্রায় বেশিরভাগ বাঙালি বৃহস্পতিবার এ নিরামিষ খাবার খায়। লোকবিশ্বাসে আছে যে বৃহস্পতিবারে আমিষ ভজন করলে বহুমূত্র রোগ হয়। এছাড়াও মসুর ডাল খেতে নেই। এইবারে নিম পাতা খেলে শরীর খারাপ হয় বলে মনে করা হয়। বাংলা প্রবাদে আছে 'বিদ্যারম্ভে গুরু শ্রেষ্ঠ'। এছাড়াও খনার বচনে রয়েছে—

"যদি পাই রাজ্যদেশ
তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ।"

পূর্ববঙ্গে কৃষকদের মধ্যে পাখির উৎপাত থেকে শস্য রক্ষা করার জন্য 'কাউয়া পীরের পুজা' প্রচলন আছে বৃহস্পতিবারে।[২৩] মুর্শিদাবাদ জেলার হিলোড়া গ্রামে আষাঢ়ের শেষ বৃহস্পতিবার জড়ান বিবির তিরোধান উৎসব বৃহস্পতিবার পালন করা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 695 - 702
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

হয়। উত্তরবঙ্গের ভূমিদেবী 'ক্ষেতিলক্ষ্মীর' পূজা হয় বৃহস্পতিবার।[২৪] এছাড়া মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামের টুসু পূজা হল কৃষকদের লক্ষ্মী পূজা এই পূজা উপলক্ষে ঠাকুর ভিতরাণ অনুষ্ঠান হয় বৃহস্পতিবার।

শুক্রবার— শুক্রবার হল শুক্র গ্রহের দিন। এইবারের অধিদেবতা হলেন সন্তোষী মাতা। এইবারে বর্ণ হল সাদা, কমলা ও বেগুনি। এই দিন হীরাকে শুভ ধরা হয়। ইংরেজিতে বলে ফ্রাইডে। হিন্দুধর্ম সংস্কারে পার্বতী, গৌরী বা সন্তোষী মাতার ব্রত পালনের দিন হিসেবে পরিচিত। এই দিন সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সন্তানের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত পালন করলে সমস্ত রকম বিঘ্ন দূর হয়। ভাদ্র মাসের শুক্রবার 'আলেরীব্রত' পালন করা হয়।[২৫] তামিলনাড়ু রাজ্যের মহিলারা শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমা উপলক্ষে 'বার লক্ষীব্রত' পালন করে।[২৬] শুক্রবার কোন কিছু পোড়ানো নিষেধ। এই বারে কোন কিছু পোড়ালে সুখ নাশ হয়। কোন কোন জায়গায় বলা হয় যে শুক্রবারে মোচা কাটতে নেই। গ্রামবাংলায় একটি প্রবাদ চালু আছে—

"শুক্রবারে কাটে নখ
সেই সঙ্গে কাটে সুখ।"

ইসলাম ধর্মের ঐতিহ্য বা লোকসংস্কারে শুক্রবারকে শ্রেষ্ঠ দিন বলে মনে করা হয়। তারা মনে করে ওই দিনটিতে আদমকে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তার মৃত্যুদিনও শুক্রবার পালন করা হয়। এই দিন প্রার্থনা করলে কিছুই অপূর্ণ থাকেনা। পরপর তিনটি শুক্রবার পবিত্র নামাজ বা উপাসনা থেকে বিরত থাকলে গর্হিত অপরাধ হয় বলে তারা মনে করে। লক্ষ্মীদেবীর দিন হিসেবে পরিচিত।

শনিবার— এইবারের অধি দেবতা হলেন শনি। বর্ণ কালো বা নীল। এইবারে কৃষ্ণলৌহা বা নীলকান্ত মণিকে শুভ রত্ন ধরা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্রে এইবার শুভ কর্মের জন্য সঠিক নয়।

> "বাংলাদেশে লোকবিশ্বাসে রয়েছে মঙ্গলবার রাত্রে পেটে সন্তান এলে পুত্র হয় এবং শনিবার রাত্রে এলে কন্যা হয়।"[২৭]

বাঙালি লৌকিক জীবনে তুকতাক, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুক ইত্যাদির জন্য শনিবার ও মঙ্গলবার অত্যন্ত উপযোগী বলে মনে করা হয়। এইবারে পূর্ব দিকে যাত্রা অশুভ বলে অনেকে মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ 'ছড়ার ছবিতে' শনিবার সম্পর্কে বলেছিলেন—

"শুধাই তারে বসে তাহার কাছে
'কি ভাবতেছেন, বাড়িতে কি মন্দ খবর আছে?'
বললে বুড়ো, কিছুই নয়, মশায়
আসল কথা, আছি শনির দশায়।
তাই ভাবছি কি করা যায় এবার।"[২৮]

শনিবারে বিদ্যারম্ভ করলে বিদ্যার্থীর আয়ু অল্প হয় বলে বিশ্বাস। নদীয়া জেলায় 'রূপাই কালীর পূজা' অনুষ্ঠিত হয় অগ্রহায়ণ মাসের শনিবার ও মঙ্গলবার।[২৯] মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় 'মা ডুমনী' পুজো হয় বৈশাখের প্রতি শনিবার ও মঙ্গলবার।[৩০] মালদহ জেলার 'মহামায়া দেবীর পূজা' চলে সারা বৈশাখ মাস জুড়ে প্রতি শনিবারে।[৩১] ময়মনসিংহ গীতিকায় মহুয়া পালায় দেখা যায় নদের চাঁদের জ্বর হলে তার চিকিৎসার জন্য মহুয়াকে সন্ন্যাসী গভীর মন থেকে ঔষধ সংগ্রহ করতে বলেন শনিবারের পূর্ণিমা রাতে—

"ওঠো ওঠো কন্যা আরে কত নিদ্রা যাও
পরানে বাঁচাইলে পতি, আমার কথা রাখো।
আজি পূর্ণিমার নিশা আরে শনিবার দিনে,
ঔষধ তুলিতে কন্যা চলো গহীন বনে।"[৩২]

লোকবিশ্বাস অনুযায়ী শনি দেবতা মানুষের কর্মফল অনুযায়ী ফল প্রদান করেন। তাই এই দিনে শনি পূজা বা দান করার প্রথা প্রচলিত আছে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 695 - 702
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আধুনিক শিক্ষা, বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের প্রসারের ফলে অনেক কুসংস্কার ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হচ্ছে। তবুও লোকসংস্কৃতির অংশ হিসেবে সপ্তাহের বার সম্পর্কিত বিশ্বাস এখনো সমাজে টিকে আছে। গ্রামবাংলায় এই বিশ্বাসের প্রভাব এখনো তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। শহুরে সমাজে যদিও এর প্রভাব কমেছে, তবুও ধর্মীয় আচার ও ঐতিহ্যের কারণে অনেক মানুষ এখনো এসব বিশ্বাস পালন করে থাকেন। এই বিশ্বাসগুলো মানুষের ধর্মীয় অনুভূতি, সামাজিক আচরণ এবং মানসিক অবস্থার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। যদিও আধুনিক যুগে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা মানুষের মধ্যে যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে তুলেছে, তবুও লোকসংস্কৃতির ঐতিহ্য হিসেবে এসব বিশ্বাস এখনো সমাজে টিকে রয়েছে। তাই বলা যায়, সপ্তাহের বার সম্পর্কিত লোকবিশ্বাস শুধু কুসংস্কার নয়; বরং এটি মানুষের সামাজিক ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং মানসিকতার প্রতিফলন।

Reference:

১. Encyclopedia britannica, Cambridge:at the University press, 1910, volume 4, p. 627
২. ভারতকোষ, (পঞ্চম খন্ড) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ. ৬৫
৩. মালদহ জেলার অন্তর্গত কালিয়াচক থানার নওদা ও রামনগর অঞ্চলের মহিলাদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য।
৪. তর্করত্ন পঞ্চানন (সম্পাদিত), শিব পুরাণ নটোবর চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত, বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রি মেশিন, ১৩১৪ পৃ. ৪৯
৫. চৌধুরী, কামিল্যা মিহির, বাংলার নারী সংস্কৃতি, পুনশ্চ, কলকাতা, ১৯৯৩, পৃ. ২০৯
৬. মোহাম্মদ, কাশিমপুরী সিরাজ উদ্দিন, লোকসাহিত্যে ছড়া, আহমদ পাবলিসিং হাউস, বাংলা একাডেমি ঢাকা, জুলাই ১৯৬৮, পৃ. ১১১
৭. চৌধুরী, কামিল্যা মিহির, রাঢ়ের গ্রাম দেবতা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৮৯, বর্ধমান, পৃ. ৬১
৮. ভট্টাচার্য, হিমাদ্রি শঙ্কর ও সুধীশঙ্কর ভট্টাচার্য, কোচবিহারের প্রাচীন ব্রতকথা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৮৩, পৃ. ১৫৬
৯. বসাক, শীলা, বাংলার ব্রত পার্বণ, পুস্তক বিপনী, ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৩৮৬
১০. তদেব, পৃ. ২৯৫
১১. তদেব, পৃ. ২৮১
১২. রায়, অন্নদাশঙ্কর, ছড়া সমগ্র, বাণী শিল্প, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃ. ৪৭
১৩. বসু, নগেন্দ্রনাথ, বাংলা বিশ্বকোষ, অষ্টাদশ খন্ড, কলকাতা, পৃ. ৩৮৮
১৪. চট্টোপাধ্যায়, পশুপতি, খনার বচন ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, ২০০০, কলকাতা, পৃ. ৮
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার ও বিশ্বপিতা চৌধুরী সম্পাদিত, মুকুন্দরাম চক্রবর্তী : চন্ডীমঙ্গল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪, পৃ. ৯৯
১৬. সিদ্দিকি, আশরাফ, লোকসাহিত্য প্রথম খন্ড, ১৯৭৭, মুক্তধারা, ঢাকা পৃ. ১৮৯
১৭. মেয়েদের ব্রতকথা, অক্ষয় লাইব্রেরী, কার্তিক ১৪২৮, কলকাতা, পৃ. ৫০
১৮. রায়, কামিনী কুমার, লৌকিক শব্দকোষ, দ্বিতীয় খন্ড, ১৯৭৯, লোকভারতী, কলকাতা ১৯৭৯ পৃ. ২১৮
১৯. রায়, অন্নদাশঙ্কর, ছড়াসমগ্র, বানীশিল্প, ১৯৮৫, কলকাতা, পৃ. ১৪৭
২০. দে, সুশীল কুমার, বাংলা প্রবাদ, এ মুখার্জি এন্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৩৯২, কলকাতা পৃ. ১৫৭
২১. তদেব পৃ. ১৬৮
২২. দে, শ্রীনিবারণ চন্দ্র প্রণীত, শ্রীশ্রীলক্ষ্মী দেবীর ব্রতকথা ও পাঁচালী, ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী, ২০২০, কলকাতা, পৃ. ১০
২৩. ভৌমিক, নির্মলেন্দু, বিহঙ্গচারণা, বর্ণালী, ১৯৮৫ পৃ. ৩২৪
২৪. তাদের, পৃ. ৪০৬
২৫. বসাক, শীলা, বাংলার ব্রত পার্বণ,পুস্তক বিপণি, ২০০০,কলকাতা পৃ. ৩৫৯

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 86
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 695 - 702
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

২৬. তদেব, পৃ. ৩২৩
২৭. চৌধুরী, মোমেন, বাংলাদেশের লৌকিক আচার অনুষ্ঠান জন্ম ও বিবাহ, বাংলা একাডেমী, জুন ১৯৮৮ ঢাকা পৃ. ৮০
২৮. রবীন্দ্র রচনাবলী একাদশ খন্ড, বিশ্বভারতী, ১২৫ তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত ১৩৯৮ পৃ. ৯৫
২৯. লৌকিক শব্দকোষ পৃ. ২০৭
৩০. তদেব, পৃ. ২১৮
৩১. রাঢ়ের গ্রামদেবতা, পৃ. ১২৯
৩২. সেন, দীনেশ চন্দ্র, ময়মনসিংহ গীতিকা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৩, পৃ. ৩৪